সমকাল

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

# 'মডেল' বিদ্যালয়ে অঢেল সমস্যা

## শিক্ষকরা আসেন আর যান, দাবি এমপিওভুক্তি

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রকল্পের 'চাকরি'। তাই কাজে মনোযোগ নেই শিক্ষকদের। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবেই চাকরিও শেষ হবে। সপ্তাহে ৬ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ২-৩ দিন আসেন। এলেও তারা নিয়মিত ক্লাস নেন না, শিক্ষক রুমে বসে তারা গল্প করেন। হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে যান। সমকালের কাছে এমনই অভিযোগ করে কক্সবাজারের মারিযবুনিয়া এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরিফুর রহমান।

আরিফ জানায়, তাদের বিদালয়ে বিজ্ঞান ও গণিতের.মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। বাধ্য হয়ে তাদের প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। জানা যায়, এ দুটি বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন, তবে তারা পাশের এমপিওভুক্ত একটি ▬ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

# 'মডেল' বিদ্যালয়ে অঢেল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। চাকরির স্থায়িত্ব না থাকায় ভবিষ্যতের শঙ্কায় তারা বিদ্যালয় ছেড়ে যান। কক্সবাজারের এ বিদ্যালয়ের মতো সারাদেশে ৮০টি এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোতে অঢেল সমস্যা, শিক্ষা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এসব বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১০ জন করে মোট ৮০০ শিক্ষক থাকার কথা; কিন্তু শিক্ষক আছেন পাঁচশ'রও কম। দাতাদের ঋণের টাকায় চলা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে'র (এসইএসডিপি) আওতায় এ ৮০টি বিদ্যালয় চলছে। জানতে চাইলে এ প্রোগ্রামের পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, সমস্যা তো আছেই। মডেল বিদ্যালয় হিসেবে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল। আগামীতে জনবল পূরণের চেষ্টা করা হবে।

এ প্রোগ্রামের উপ-পরিচালক শিপন কুমার দাস বলেন, বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা চান এমপিওভুক্তি। নইলে তারা ভরসা পাচ্ছেন না। শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে সম্প্রতি এ কর্মসূচির জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় এসব শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য সম্ভাব্য ব্যয়, শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্যসহ পূর্ণাঙ্গ একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ মাস আগে জমা দেওয়া হয়েছে। হয়তো একটু সময় লাগছে। শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হলে শূন্য পদও নিমেষেই পূরণ করা যাবে।

সমকালের অনুসন্ধানে দেখা যায়, ৮০টি বিদ্যালয়ের পাবলিক পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ নয়। শিক্ষকরা শুধু আসেন আর যান। পাঠদানের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষকদের পদশূন্যতার কারণে প্রকল্পের টাকাও অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

জানা যায়, শিক্ষকদের পদ শূন্য রয়েছে নেত্রকোনার হাটখোলা এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে। নোয়াখালীর চরমজিদ এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকই নেই। প্রধান শিক্ষকবিহীন এমনিভাবে আরও চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদরো এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবানের গোয়ালিখোলা এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় (এখানে সহকারী প্রধান শিক্ষকও নেই), খাগড়াছড়ির চংড়াছড়ি এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় (এখানেও সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই), পটুয়াখালীর চরগঙ্গা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ আরও অনেক বিদ্যালয়। আর সহকারী শিক্ষকদের পদশূন্যতা কমবেশি প্রতিটি বিদ্যালয়েই।

দেখা গেছে, উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও প্রকল্প থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়ার পরও বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা সবটুকু দক্ষতা দিয়ে পড়াচ্ছেন না। তারা চাইছেন এমপিওভুক্তি। জাতীয় বেতন স্কেলে এই কর্মসূচি থেকে মাসিক বেতন সহায়তা দেওয়া হলেও সরকারি এমপিও না থাকায় কিংবা প্রোগ্রাম শেষে এমপিওভুক্তির বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না থাকায় এসব বিদ্যালয়ের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের। এ ছাড়া প্রকল্প শেষে কী হবে? এমন আশঙ্কায় অনেকে এসব বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এসইএসডিপি কর্তৃক এ খাতে বরাদ্দের অর্থ দিয়েই ৮০টি বিদ্যালয়কে একযোগে এমপিওভুক্তি করা সম্ভব।

কর্মসূচি সংশ্লিষ্টরা জানান, এরই মধ্যে এ প্রকল্পের প্রথম দফার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন চলছে দ্বিতীয় দফার কাজ। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকল্প থেকে বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প থেকে বলা হয়েছে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রোগ্রাম থেকেই বেতন সহায়তা দেওয়া হবে। শিক্ষকদের আশঙ্কা, এর পর কী হবে?

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের 'দুর্গম চরে'র বিদ্যালয় চরবসু এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। এসইএসডিপি থেকে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে এ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় জেএসসি ও এসএসসিতে প্রতিবারই ভালো ফল করছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। তিন শতাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্লাসে নিয়মিত অধ্যয়ন করছে। দুর্গম চরাঞ্চল হলেও নদীভাঙা মানুষদের নতুন বসতি গড়ে উঠছে বিদ্যালয় এলাকায়। প্রতি বছরই প্রায় একশ' করে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণিতে। কিন্তু বিদ্যালয়ের এমপিও না থাকায় শিক্ষক সংকট দূর করা যাচ্ছে না। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদসহ ৬টি শিক্ষক পদ শূন্য। ইনডেক্সধারী কিংবা নিবন্ধনধারী কোনো শিক্ষক 'অনিশ্চিত' চাকরিতে আসতে চান না। একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও চাকরি প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না।

একই চিত্র লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরআফজল এসইএসডিপি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষক নয়ন চন্দ্র মজুমদার বলেন, এমপিওভুক্তি না থাকায় বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক ও কর্মচারী সংকটে মানসম্মত পাঠদানসহ শিখন কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। নোয়াখালীর চরমজিদ এসইএসডিপি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদল চন্দ্র মজুমদার জানান, বেসরকারি শিক্ষকদের মতো এমপিও সমপরিমাণ বেতন সহায়তা প্রকল্প থেকেই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারি এমপিওভুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাই তারা তাদের অভিজ্ঞতাসহ চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা বোধ করছেন।